ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর

মধ্যবিত্ত জনগণ ও শহুরে জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্ট

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর
মধ্যবিত্ত জনগণ ও শহুরে জীবনযাত্রায়
সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে
সমীক্ষা রিপোর্ট

প্রথম প্রকাশ :
৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশনায় :
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

প্রচ্ছদ :
সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা
ফোন - ২৩২ -৮৪৬৮
৯৪৩৬৫৮২৪৮৬

দাম :২০ টাকা

ভূমিকা

ভারতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ও সংস্কারের পথচলা শুরুর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ২০১৪ সালে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয় যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে নয়া উদারিকরণের প্রভাবে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সমীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। সুনির্দিষ্ট স্লোগান তোলা ও গণআন্দোলন সংগঠিত ও বিকশিত করতে গিয়ে যথাযথ রণকৌশল গ্রহণের প্রয়োজনেই সমীক্ষার কাজটি করতে হবে।

২১ তম পার্টি কংগ্রেসের (এপ্রিল,২০১৫) প্রস্তুতিপর্বে পলিটব্যুরো এ কাজের জন্য তিনটি সমীক্ষক গোষ্ঠী গঠন করে। নীচের তিনটি ক্ষেত্রে সমীক্ষার জন্য তিনটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়—

ক) কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে

খ) শ্রমিকশ্রেণী ও এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রের রূপান্তর

গ) মধ্যবিত্ত জনগণ ও শহুরে জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনগুলো

তিনটি সমীক্ষক দলই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচনা করে। সেইসময় কেন্দ্রীয় কমিটি রিপোর্টগুলি গ্রহণ না করে রিপোর্টগুলিতে উল্লিখিত করণীয় কর্তব্যের কিছু অংশ ২১-তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে ও ডিসেম্বর, ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক প্লেনামের রিপোর্টে যুক্ত করে।

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রের ওপর নয়া উদারিকরণের প্রভাব ও সংঘটিত নানা ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষক দলের রিপোর্টগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য পার্টি সভ্য-সমর্থক-গবেষক-গণআন্দোলনের কর্মীদের দিক থেকে একটা তাগাদা ছিল।

এই গণআগ্রহের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিতে পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটি 'দ্য মার্কসিস্ট' (সংখ্যা নং ৩২/২, এপ্রিল-জুন, ২০১৬)-এ প্রকাশিত রিপোর্টগুলি বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

এখন তিনটি রিপোর্ট তিনটি বই আকারে প্রকাশিত হল। রিপোর্টগুলি ভাষান্তর যারা করেছেন এবং বইগুলি প্রকাশের আনুসঙ্গিক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কষ্টসাধ্য এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

বইগুলির বহুল প্রচারের প্রত্যাশা করি।

(বিজন ধর)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই (এম)

আগরতলা
৯-২-১৭

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করেন। এই প্রথমবার শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রামের চেয়ে বেশি। ১৯৭১-৮১ সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রসারের কারণে নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর এটা কমেছিল। ২০০১ সালের পর তা আবার বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির মূল কারনগুলি হল গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলকে শহর কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। যাই হোক, তারপরেও চীনের অভিজ্ঞতার তুলনায় আমাদের দেশে নগরায়ণ কম।

নগরায়ন বৃদ্ধির কারণসমূহ

কৃষি ক্রমশ কম লাভজনক হচ্ছে। গ্রামের নতুন প্রজন্মের যুবদের শহরে চলে যাওয়া তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আরো ভালো করার জন্যে। ধনী কৃষকদের একটা অংশ শহরে ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপনের জন্য কৃষি থেকে সরে যাচ্ছে। গ্রামীণ ধনীরা নগর এলাকায় চলে যাচ্ছে তাদের সন্তানদের জন্য গুণগত দিক থেকে উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। গ্রামীণ ধনী ও মধ্যবিত্ত অংশের শিশুরা শহরে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এই কারনে তারা ছোটবেলা থেকেই নগর জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার কারনে কৃষি মজুররা বিরাট সংখ্যায় শহর অঞ্চলে চলে যাচ্ছে।

দলিতরা বৈষম্য এবং অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গ্রাম ছেড়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ শহরাঞ্চলে চলে যাচ্ছে।

শহর ও নগরের বিস্তার

১৯৫১ এবং ২০০১ সালের মধ্যে দেশে শহর ও নগরের সংখ্যা বেড়েছিল- মোট ২০২৫টি। ২০০১ এবং ২০১১ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছিল ২০০১টি। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারন হলো জনগণনার সংজ্ঞায় পরিবর্তন? মোট জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শহরাঞ্চলের আয়ের অংশ ক্রমবর্দ্ধমান এবং তা বর্তমানে ৬০ শতাংশ। নগরগুলি প্রশাসনিক, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল। আরও বলা যায় যে, শহরগুলি হয়ে উঠছে গণআন্দোলন-সংগ্রামেরও কেন্দ্র। উন্নয়ন, সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ শহরে কেন্দ্রীভূত। যেহেতু জমি ও বাড়ি নির্মাণে বিনিয়োগ বেড়েছে তারজন্য আবশ্যিক সুযোগসুবিধাগুলির ক্ষেত্রেও বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটেছে। বস্তি অঞ্চল ও নতুন শহরাঞ্চল একটি আরেকটির সাথে বাড়ছে। সব সম্প্রদায়ভুক্ত ও ধর্মাবলম্বী শহুরে ধনীরা পুরনো শহর কেন্দ্রগুলি

থেকে শহরতলী বা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে চলে যাচ্ছেন। পুরানো শহরাঞ্চলগুলি উপেক্ষিত হচ্ছে। নগরোন্নয়ন প্রক্রিয়া গরীব, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সামাজিকভাবে অনুন্নত গোষ্ঠীসমূহকে বাদ দিয়েই এগাচ্ছে।

নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বাসস্থানের অপ্রতুলতা একটি গুরুতর বিষয়। এক হিসাবে দেখা যায় ২ কোটি সংখ্যক লোকের বাসস্থানের অভাব রয়েছে। এই বিরাট সমস্যাটিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে কেন্দ্রীয় মোদি সরকার ঘোষণা করেছে তারা ১০০টি স্মার্টসিটি নির্মাণ করবে এবং সাম্প্রতিক বাজেটে এরজন্য ৭০০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। এই প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করতে করবৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে।

নগর সংস্কার

শাসক শ্রেণীগুলি নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে নয়া উদারবাদী শাসনের দ্রুত অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা হিসেবে তুলে ধরছে। যখন একদিকে নগর উন্নয়নে অধিক অর্থ বরাদ্ধ করা হচ্ছে অন্যদিকে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হচ্ছে ব্যবহারকারীদের চার্জ রূপে, ভরতুকি বদলে ঋণ চাপানো হচ্ছে এবং কম সুবিধা প্রাপক শহুরী জনগণের স্থানচ্যুতি ঘটছে। অবশ্য এই সবই করা হচ্ছে "উন্নয়নের" নামে। জহরলাল নেহেরু ন্যাশানাল আরবান রিন্যুয়েল মিশন, এভিশন অব আর্বান এমিনিটিজ ইন রুর‍্যাল এরিয়াস এবং পি পি পি মডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার জন্যে সরকারি অংশগ্রহণের নামে বস্তি এলাকায় বিভিন্ন গ্রুপ সংগঠিত করা হচ্ছে। বস্তি উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বস্তিবাসীদের স্থানচ্যুতি ঘটাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে "ব্যবহারকারী চার্জ" সংগ্রহ করতে। শহরাঞ্চলে জমির উর্ধ্বসীমার বিষয়টিকে লঙ্ঘন করার পদ্ধতি শহর সংলগ্ন গ্রামগুলিকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাটি জমি-বাড়ি তৈরির ব্যবসা চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যা বিরাট সংখ্যক বিনিয়োগকারী এবং ফাটকা পুঁজিকে আকর্ষণ করছে। এর ফল হলো জমির দাম এখন এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া প্রতিবাদের জায়গাগুলিকেও সংকুচিত করছে। যে প্রতিবাদগুলো সংস্কার প্রক্রিয়ার যে বিভিন্ন ফলাফল তারই বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করার স্থানগুলি এখন শুধু নির্দিষ্ট আয়তনে ছোট করা হচ্ছে তা নয়, এমন জায়গায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলো লোক চক্ষুর আড়ালে বা যেখানে সহজে যাওয়া যায় না। যদিও এই স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'ধর্নাচক' ইত্যাদির নামে। এইসব স্থানে বিক্ষোভ জনমনে খুব বেশি প্রভাব পড়ে না।

একমাত্র বিশাল জনসমাবেশের ক্ষেত্রেই এই প্রতিবাদ সংগঠিত করার স্থান সম্পর্কিত বিধিনিষেধ ভেঙে পড়ে। নগর সংস্কারগুলি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। যাইহোক শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে শক্তিশালী সমর্থন এগুলো আবার পাচ্ছে।

পার্টির কর্মসূচিগত বোঝাপড়া

নয়া উদারনীতিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেছে। আমাদের ১৯৬৪ সালের পার্টি কর্মসূচি মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছিল এবং এই শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করেছিল ২০০০ সালে গৃহীত সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচি। যেখানে বলা হয়েছিল "পুঁজিবাদের আরো বিকাশের ফলে এবং উদারবাদী নীতিসমূহের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য আরো গভীর হয়েছে।"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশ

মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিবাদের সৃষ্টি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছিল অকৃষক উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ থেকে। স্বাধীনোত্তর কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো কৃষি সংস্কারের ফলে সুবিধা প্রাপক বিভিন্ন কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্রসারিত হয় এবং তাদের সঙ্গেই যোগ দেয়। ১৯৮০ এর দশকে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় এবং দলিতদের (সংরক্ষণ নীতির ফলে) মধ্যে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। ১৯৯০-এর দশকে নয়া উদারবাদী নীতিসমূহের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিষেবা ক্ষেত্র প্রসারের ফলে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

মধ্যবিত্ত শ্রেণী একই ধরনের শ্রেণী নয়। এরমধ্যে বহু স্তর রয়েছে। এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা শ্রম বিক্রয় করে (পরিষেবা ক্ষেত্র) এবং যারা অন্যের শ্রম ক্রয় করে (পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী), রয়েছে কর্পোরেট পরামর্শদাতারা, আয় ও ভোগের ভিত্তিতে যারা সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে শিল্প শ্রমিক থেকে বিত্তশালী যারা ভোগ্য পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম। অতএব, আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এটা বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণী নির্ধারনের ভিত্তি হতে পারে না। শ্রেণী নির্দ্ধারিত হতে পারে উৎপাদনে ভূমিকা সম্পর্কে বোঝাপড়া এবং বিভিন্ন অংশের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে।

গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং শহর এলাকার

মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। অতএব মধ্যবিত্তদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অবস্থানগত এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন মধ্যবিত্ত অংশকে আলাদা করার সীমারেখা সংকীর্ণ এবং প্রশস্ত দুটোই এবং পেশা, আয় এবং সম্পদ ও পুঁজির মালিকানার ওপর এই সীমারেখা নির্ভরশীল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পরিবর্তনগুলি

চিরাচরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী

এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যাংক ও বীমা ক্ষেত্রে কর্মচারী, চিকিৎসক, আইনজীবী, বাস্তুকার এবং বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন অংশ। এই শ্রেণীর অনেক সদস্যই সমিতি, রাজনীতি ও সামাজিক কাজকর্মে অবকাশের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। নয়া উদারবাদী সংস্কার চালুর সাথে সাথে বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন ডাক্তার ও শিক্ষক উভয়েই তাদের বাড়তি সময়ের বেশিরভাগই তাদের পেশার সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত নয় এমন ব্যবসায়ীক কাজকর্মে ব্যয় করছেন।

পিতামাতাগণও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং এইক্ষেত্রে প্রচুর ব্যয় করেন। অন্যদিকে তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের বিশ্রামের সময়ে পড়াশুনায়, গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠগ্রহণে এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করছেন। যেগুলো তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উন্নত করবে বলে তারা মনে করেন। সরকারি ক্ষেত্রের শ্রমজীবীগণ উচ্চ আয় করেন এবং তাদের অনেকেই নিজেদের মনে করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ। তাদের একটা বড় অংশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে দূরে চলে গেছে এবং তারা নয়া উদারবাদী নীতির সমর্থকে পরিণত হয়েছে। তারা নয়া উদারবাদী নীতিসমূহ এবং সরকার সম্পর্কে অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে মোহ ছড়াচ্ছেন। তাদেরকে প্রায়ই অভিজাত শ্রমজীবী বলা হয়। কর্পোরেট ক্ষেত্র তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত (তাদের ভোগের ধরনের কারণে) মনে করে।

বুদ্ধিজীবীগণ

এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের ওপর বামপন্থী মতাদর্শের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন সরকার ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নয়া উদারবাদী চিন্তা ও মতাদর্শের বৌদ্ধিক কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তরিত বা গড়ে তোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা ও বিতর্ক অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ও বি-স্কুলগুলিও নয়া উদারবাদী চিন্তাচেতনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে সামাজিক অনুভূতিগুলিও আজ বাজার বা তার পরিচালকদের দ্বারা সৃষ্ট বা প্রভাবিত।

নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী

বিশ্বায়নের প্রভাবের পরিণতিতে সৃষ্টি হওয়া এই শ্রেণী মূলতঃ পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়োজিত এবং তাদেরকে নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। এই শ্রেণীটির মূল্যবোধ ও আকাঙ্খাগুলি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে এবং এটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এই শ্রেণীভুক্তরা বেশিরভাগই কাজ করেন আই টি, বি পি ও, ফার্মা, পরিকাঠামো, বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, প্রচার মাধ্যম, পর্যটন, যোগাযোগ, ভ্রমণ, আতিথেয়তা এবং বিনোদন ব্যবস্থাপনা, বিপণী, নার্সিং, জমি ও বাড়ির ব্যবসা, পরামর্শদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট ক্ষেত্রে।

এই শ্রেণীভুক্তদের আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে যারা উচ্চ আয় করেন এবং আধুনিক জীবনযাপন করেন (মূলতঃ তথ্য প্রযুক্তি ও আর্থিক ক্ষেত্রে কাজ করেন যারা)। এটা স্মরণে রাখতে হবে যারা তথ্য প্রযুক্তি ও ঔষধশিল্প ক্ষেত্রে কর্মরত এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করেন তাদের বিষয়গত বোঝাপড়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু শ্রমজীবী। প্রায়শই তাদেরকে জ্ঞানপেশাজীবী বলা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ২০-২৫ শতাংশ কর্মী হলেন গাড়ির চালক, মালী, সাফাইকর্মী, অফিস সুরক্ষা কর্মী ইত্যাদি। তারাও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে।

দ্বিতীয় বিভাগটি হল যাদের বেতন ভাতা তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ এবং তারা আধুনিক জীবনযাপনে সংগ্রামরত। এই অংশের ব্যক্তিদের দেখা যায় প্রচার মাধ্যম, পরিকাঠামো এবং কর্পোরেট অফিস ক্ষেত্রে।

তৃতীয় অংশটি রিয়েল এস্টেট, বেসরকারি ও ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চিটফান্ডের দালাল, যারা অতিরিক্ত রোজগার করেন তাদের নিয়ে গঠিত। তারা প্রকৃতিগতভাবে পরশ্রমজীবী, তাদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যাচারী, ঠগ, দুর্নীতিবাজ এবং লুম্পেন প্রকৃতির লোক। তাদের মধ্যে ৫ শতাংশের কম সংখ্যক রয়েছে সর্বোচ্চ ম্যানেজমেন্টে এবং তাদেরকে বলা যেতে পারে নতুন অবকাশযাপনকারী শ্রেণী।

যুবসমাজ

আমাদের দেশের তিন চতুর্থাংশ জনগণের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। নতুন মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর যুবকেরা হচ্ছে প্রগতিশীল প্রাণবন্ত, ইতিবাচক এবং মিশুকে প্রকৃতির। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কর্মীদের গড় বয়স হচ্ছে ২৮ (২০০৮ সালে ছিল ২৫ বছর)। তারা হচ্ছেন নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের বাইরের অংশের যুবজনদের মধ্যেও তাদের প্রভাব রয়েছে। যুবতীরাও ব্যবসা বাণিজ্য এবং রাজনীতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের অধিকারবোধ বাড়ছে। অনেকক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পেশায় নিয়োজিত থাকলে স্বামী গৃহস্থালীর দায়দায়িত্বে অংশ নেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকার

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকারের যথাযথ নিরূপণ এখনো হয়নি। এন সি এ ই আর (NCAER) হিসাব কষে বলছে মধ্যবিত্তরা ৫-৭ শতাংশ হবে এবং ম্যাককিনসের হিসাবে তা ২০ শতাংশ বা ২৫ কোটি। নতুন গড়ে উঠা ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরতদের সংখ্যার পরিসংখ্যান পুরোপুরি এখনো পাওয়া যায়নি। কিছু স্টাডি গ্রুপের হিসাবে মধ্যবিত্তের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। এটা বলা যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শহরের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং এটা বাড়ছে। তবে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়।

পরিসেবা ক্ষেত্র

কৃষির পরেই পরিসেবা ক্ষেত্র বৃহত্তম। তবে জি ডি পি'র ক্ষেত্রে তার অংশ ৬৫ শতাংশ। কিন্তু মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে এই ক্ষেত্রের অংশ মাত্র ২৮ শতাংশ। খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার মতো অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ৮০ শতাংশ। আবাসন, আর্থিকক্ষেত্র, বীমা এবং ব্যবসা পরিসেবায় ২০ শতাংশ। পরিসেবা ক্ষেত্রে শ্রম উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ। ১৯৯৩-৯৪ এবং ২০০৯-১০ এই সময়কালে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ১১ শতাংশ কমেছে।

কর্মসংস্থান

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে ৯৪ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। চাকুরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা এবং উচ্চহারে অপচয় সত্ত্বেও ভবিষ্যতে আয়ের সুযোগ বাড়বে, এই আশায় শ্রমজীবীরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে চাকুরি গ্রহণ করছে এবং থাকছে। আবাসন, আর্থিক ক্ষেত্র, ট্যুরিজম, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরামর্শদানকারী সংস্থা, খুচরো ব্যবসা, বৃহৎ বিপণী, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, পরিবহন, বেসরকারি অফিস, নির্মাণক্ষেত্র, পরিকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। গত ৯৩-৯৪ এবং ২০১১-১২ এই সময়কালে কুড়ি মিলিয়ন নতুন চাকুরি হয়েছে। যখন ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাত্র ছয় মিলিয়ন চাকুরি সৃষ্টি হয়েছে।

এই ক্ষেত্রগুলোতে চাকুরির সুযোগ অপ্রচলিত প্রকতির যেমন ফাট্‌কা বিনিয়োগ, শেয়ার দালালি, জমি-বাড়ি নির্মাণ দালালি, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দালালি। আমলাতন্ত্র এবং সরকারের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা। এইসব ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ দ্রুত বেড়েছে।

এই ধরনের যোগাযোগ ও দালালি আগের তুলনায় এবং যেটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছিল এখন তা নীচের দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এর ফলে, শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝারি ও নিম্নস্তরে স্ব-নিযুক্তি বাড়ছে —যেমন, পরিবহন দপ্তরে লাইসেন্স ও পারমিট দেওয়া, মিউনিসিপালিটি, পঞ্চায়েত, অন্যান্য অফিসে অনুমতিপত্র ইস্যু করা ইত্যাদি কাজে। ভোগের ধরণ পরিবর্তনের ফলে সুপার মার্কেট, সিমকার্ড বিক্রয়, বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্প বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, চাকুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে ক্ষুদ্র এবং বড় শিল্পোদ্যোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

তথ্য প্রযুক্তি

আই পি- বি পি এম শিল্পে শ্রমশক্তি একত্রিশ লক্ষ। তার মধ্যে দশ লক্ষই মহিলা। গত দশকে কুড়ি লক্ষজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। জি ডি পি-র ৮.১ শতাংশ এবং বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তির বাজারে ৭ শতাংশ এই ক্ষেত্রের অংশ রয়েছে। ২০১৪ অর্থ বছরে এই ক্ষেত্রে মোট রাজস্বের পরিমাণ ১১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরিষেবা ক্ষেত্রে নির্মাণ ক্ষেত্রের পরেই আই টি-র স্থান দ্বিতীয়। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মোট শ্রমশক্তির নব্বই ভাগ আটটি শহরে কেন্দ্রিভূত।

তথ্য ও প্রযুক্তির প্রবৃদ্ধি রপ্তানি নির্ভর। এই ক্ষেত্রে রাজস্বের ৬৪ শতাংশ পরিসেবা থেকে আসে এবং বি পি এম থেকে ২৩ শতাংশ এবং সফ্‌টওয়্যার উৎপাদন থেকে ১৮ শতাংশ আসে। হার্ডওয়্যার-র ক্ষেত্রে অংশীদারি তুলনামূলক কম, ১৩ শতাংশ।

গত দুই বছরে অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতাবস্থায় ছিল ফলে রাজস্ব আয় হয়েছে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই শিল্পের ১৫০০০ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১১টি কোম্পানিতে মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কাজ করেন এবং ১২০-১৫০টি মাঝারি আয়তনের কোম্পানি থেকে রাজস্ব আসে মোট রাজস্বের ৩০-৪০ শতাংশ। ১৫০০০ কোম্পানির অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন কোম্পানি এবং এই কোম্পানিগুলিতে মোট শ্রমশক্তির ৯-১০ শতাংশ নিয়োজিত এবং রাজস্ব আয়ও সমপরিমাণ। তথ্য প্রযুক্তিক্ষেত্রে ১২০০-১৫০০ উঠতি কোম্পানি রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি

শিল্পের শ্রমশক্তির প্রধান অংশ ৭৭ শতাংশ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ক্ষেত্রের স্নাতক। এরপরেই রয়েছে এম বি এ/ এম সি এ/ এম এস সি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীগণ তারা সংখ্যায় ১৪ শতাংশ। অন্যসব মিলিয়ে আছে ১০ শতাংশ।

আই টি- বি পি এম শিল্পের উন্নতি ঘটেছে ম্যানুফ্যাকচারিং ও ব্যবসা প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় ফল হিসাবে। একদা যা ছিল স্বয়ংক্রিয়তার হাতিয়ার তাই এখন স্বয়ংক্রিয়তার শিকারে পরিণত হয়েছে।

এই ক্ষেত্রের উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজগুলো উন্নত দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে যারা বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার নিজেদের হাতে ধরে রেখেছে। তথ্য প্রযুক্তির চাকুরির বাজার এখন দুই ধরনের কাজে সংকোচিত হয়ে পড়ছে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজ যেগুলো উন্নত দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে এবং অদক্ষতাসম্পন্ন কাজ যেগুলো একেবারেই ভাষা নির্ভর এবং এগুলো যাচ্ছে ভিয়েতনাম ফিলিপাইন্সের মতো সস্তা শ্রমের বাজারে।

বেসরকারি পেশাগত কলেজ বিস্তারলাভ করার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রতিবছর বের হচ্ছে কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চাকুরির সুযোগ বছরে ৭০ হাজার থেকে হ্রাস পেয়ে ৩০ হাজারে নেমে এসেছে। একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশেই ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ৫ লক্ষ চাকরি প্রত্যাশী রয়েছে। যাদের চাকরির আশা থাকে না তারা বাড়ি চলে যায় বা রাতের পাহারাদার থেকে পরিবেশনকারী পর্যন্ত অন্য কাজ যা পাওয়া যায় তাই করে।

কর্পোরেট ক্ষেত্রে এখন কম মজুরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং যারা নিয়োজিত হয়েছে তারা চাকুরির অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে, ইনক্রিমেন্ট কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা দেওয়াই হচ্ছে না। নিয়োগ ভীষণ কমে গেছে এবং ছাঁটাই চলছে প্রতিনিয়ত। ২০১৪ সালে অর্থমন্ত্রকের কার্যবিবরণীতে এই সমস্যাগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

কাজের অবস্থা

শাসকশ্রেণীসমূহ তীব্র শোষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করছে। সাধারণ তুলনামূলকভাবে উচ্চ মজুরি সঙ্গে উচ্চহারে শোষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের কাজের প্রতিটি বিবরণ লিখিত রাখা হয় এবং কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

শ্রমজীবীদের কাজের শেষসীমা ও তার মূল্যায়নের পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করা হয়। বেতন দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে স্থির বেতন এবং অন্যটি কাজের গুণমানের ওপর।

সাধারণত পরেরটি মোট বেতনের ৫০ ভাগ। কর্মচারীদের টিমভিত্তিক কাজের হিসাব রাখা হয় এবং প্রত্যেকের এই টিমওয়ার্ক এর উপর বেতন নির্ভর করে। তার অর্থ হলো কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে ভাল কাজ করলেও তিনিই যে সবচেয়ে বেশি বেতন পাবেন সর্বদা তা নাও হতে পারে। স্বাস্থ্য বীমা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রদান বেতনের প্রথম অংশের উপর নির্ভর করে। তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীগণ দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেন। আগে কাজ শুরু করে শেষ করেন পরে। কাজের সময়সীমা চূড়ান্ত থাকার জন্য এবং বিভিন্ন স্থান থেকে কাজ করার পরে তাদের বাড়ি থেকেও কাজ করতে হয় এবং তাতে তাদের কাজের সময় (ঘণ্টা) বেড়ে যায়। ৮.৮ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজের ঘণ্টা দাঁড়ায় কমপক্ষে ১১-১২ ঘণ্টা।

একজনের কাজের যে বিল করা হয় তার তুলনায় তাকে যে অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হয় তা খুবই কম। কর্মীরা যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করছেন তা শোষণ করার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানো নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শোষণের উচ্চহার থাকা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতি বাদ দিলে প্রথাগত পদ্ধতিতে এইক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের সংগঠিত করা খুব কঠিন।

ইউনিয়নভুক্তিকরণ

পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজের অপ্রথাগত প্রকৃতি, কাজ ও কাজের সংস্থানের বৈচিত্র এবং কাজের চরিত্র এত উচ্চমাত্রায় যে বেশি মজুরি পেতে এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীরা প্রায়ই পেশা এবং নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করে থাকে। স্থায়ী নিয়োগের বদলে অস্থায়ী নিয়োগ চলছে। মজুরিবৃদ্ধির সংগ্রামের পরিবর্তে কাজ পরিবর্তন চলছে। অতএব সংগঠিত হওয়ার বিষয়টিকে সেকেলে মনে করা হচ্ছে। সম্মিলিত দর কষাকষি, ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার মতো বিষয়গুলোতে যুক্ত হতে অসম্মতি পরিলক্ষিত হয়।

তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজের এমনই চরিত্র যা স্থান ও সময়ের বাধা ভেঙে দেয়। বিভিন্ন স্থানের লোকদের সঙ্গে টিম গঠন করা হয় — যেমন কাজের জায়গাতে, দেশের ভিতরে ও দেশের বাইরে।

কোম্পানির অভ্যন্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে হয় যেখানে কাজ করেন সেখানটাতে নয়তো নিজেদের কেবিনে। কোম্পানির উপর ন্যস্ত কাজ বা সরবরাহের কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে কর্মকর্তাদের নিয়ে জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি করা হয়।

এর মানে হলো একটি সাধারণ উৎপাদনের কাজে একটি স্থানে পুরো শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকছে না যা থাকলে তাদের ধর্মঘট করার সুযোগ থাকতো বা তারা আন্দোলন করতে পারতো।

নির্দিষ্ট একটি প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা এমনভাবে নির্দ্ধারিত থাকে যাতে কর্মীদের প্রচণ্ড বেশি কাজ করতে হয়। চূড়ান্ত উৎপাদনটাই অস্পষ্ট এবং তার জন্য কত সময় লাগতে পারে তাও অনুমান করা যায় না কিন্তু কাজটি একটি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে করতেই হবে।

তথ্য প্রযুক্তি শিল্পটি যখন প্রাথমিক পর্যায়ে ও লোভনীয় ছিল তখন ব্যক্তিগত দরকষাকষির উচ্চ সুযোগ ছিল এবং তখন এই সমস্যাগুলির প্রতি বেশি নজর দেওয়া হয়নি। ফলতঃ এই শিল্পের কর্মীদের জন্য শ্রম আইন রূপায়ণের জন্য কোন নির্দেশিকাই নেই। তাই শিল্পে কর্মীদের ইউনিয়নভুক্ত করা, বাসস্থান, এলাকায় সভা করা এবং সহকর্মীদের গ্রুপগুলিকে ব্যবহার করার বিষয়ে ভাবতেই হবে।

দক্ষতার বিকাশ

গ্রামীণ এলাকার এবং সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের শিক্ষিত যুবকেরা আজ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। চাকরির জন্য যে প্রাথমিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা বাড়ানো হয়েছে। এই বাস্তব সমস্যার সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার এবং প্রতারণাপূর্ণ কোম্পানি যারা প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে যুবকদের টেনে নিচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় গ্রামীণ পরিবারগুলির উপর বিপুল পরিমাণ বোঝা চাপছে। পিছিয়েপড়া অংশের মধ্য থেকে আসা উচ্চশিক্ষিত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বাড়ছে তেমনি ক্রমহ্রাসমান চাকরির সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এই ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সর্বোচ্চ মুনাফা এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের শোষণ এবং লুণ্ঠনকে মদত দেওয়া হচ্ছে।

আর্থিক ব্যবস্থায় অভাবিত পরিবর্তনগুলি যুবজনদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং তাদের অনেকেরই বেসরকারি ক্ষেত্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৫ সালে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু এর ভূমিকা নামমাত্র। অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মান সন্দেহজনক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত এ আই সি টি ই (AICTE) অকার্যকর।

শিক্ষা

শিক্ষা এত ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে গেছে যে শিশুদের জন্মের পূর্বেই তাদের শিক্ষার জন্য অর্থ সঞ্চয় শুরু হয়। বাবা-মা তাদের সন্তানদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য আগে থেকেই আকাঙ্খা পোষণ করে রাখেন। বর্তমানে প্রাক্ স্কুল শিক্ষার বাজারের আনুমানিক আর্থিক মূল্য চার হাজার কোটি টাকা। দিল্লিতে আদালত ফিস্ নিয়ন্ত্রণ করতে হস্তক্ষেপ করেছে। ভর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রুপ এবং ব্যক্তি পি আই এল দাখিল করেছেন এবং সওয়ালকারি গ্রুপ এবং অভিভাবক সমিতি ইত্যাদি গঠন করেছেন। কিন্তু এই সংগঠনসমূহ এবং শিক্ষক সংগঠনসমূহ কেউই যেখানে ফি বেড়েই চলেছে সেই ক্ষেত্রগুলিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করছেন না। উপরন্ত কাজের ঘণ্টা ও ফির মধ্যে পরিবর্তন, স্কুলের পর অভিভাবকদের ব্যস্ততার সমস্যা, নিরাপত্তা, যৌন হেনস্তা, শারীরিক শাস্তি এ সমস্ত গুরুতর বিষয় রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের ৭ম এবং ৮ম শ্রেণী থেকেই কোচিং ক্লাশে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রস্তুতি পর্বে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় বেড়ে চলেছে। একটি শিশুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের জন্য বিরামহীন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ইতোমধ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ৬-১৪ বছরের ভর্তির শতকরা হার প্রায় ৩০ শতাংশ (দক্ষিণ ভারতে এই হার আরও বেশি)।

শোষণ শুধু কর্মস্থলগুলিতেই নয় বাসস্থান এলাকাগুলিতেও

এই অংশের মানুষ (নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী) তুলনামূলক উচ্চতর মজুরি পেলেও শোষিত হচ্ছেন। তারা তাদের বাসস্থান এলাকাতে শোষিত। দামবৃদ্ধি প্রকৃত মজুরিকে নীচে নামিয়ে এনেছে এবং তারা জমির উচ্চ দাম, ঋণের উপর ই এম আই বাদ দেওয়া, অস্থায়ী সুদের হার আয়কর, ব্যবহারকারির চার্জ, বেসরকারি শিক্ষা, ব্যয়বহুল বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পেট্রোলের দামবৃদ্ধি ইত্যাদির শিকার।

নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

তারা মানসিকভাবে দোদুল্যমান, তারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারি ধ্যানধারণায় সহজেই প্রভাবিত হয় এবং এগুলি খুব দ্রুত বাস্তবে প্রতিফলনও ঘটিয়ে থাকে। তারা জনমত তৈরি করে। তারা মজুরি, মুনাফা, কমিশন দালালি, ঋণ, সরকারি প্রকল্প ইত্যাদি মারফত আর্থিকভাবে সুবিধা পেয়ে থাকেন। যাদের আয় বেড়েছে তারা চায় উদারবাদি আর্থিক সংস্কার চলুক।

নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের আয় তুলনামূলকভাবে বেশি। তারা আধুনিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং তারাই বড় ভোক্তা। তারা ধারেও ক্রয় করেন এবং পূর্বের বিনিয়োগের বদলে তারা অনেক সময় বিরাট ঋণে পড়েন। তারা মার্কাযুক্ত দ্রব্য এবং মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট। এর ফলে তারা দ্রব্যের দামের ব্যাপারে উদাসীন।

২। তাদের ধূমপান কমেছে কিন্তু মধ্যপান বেড়েছে। ফলে হুকাকেন্দ্র, শুঁড়িখানা, ডিসকো নাচের স্থান, মদের দোকান বেড়েছে। নেশাদ্রব্যের ব্যবহার গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সপ্তাহান্তগুলি এখন এই ধরনের পার্টির জন্য। ছেলেমেয়েদের সামাজিক মেলামেশা বেড়ে গেছে এবং ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাৎ এখন গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

৩। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সফল হতে আগ্রহী এবং সামাজিক অবস্থানে যারা নীচু তাদের হেয় দৃষ্টিতে দেখে। তারা এসব অর্জন করতে অন্যত্র পরিযায়ী হতেও আগ্রহী।

৪। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ইংরেজীতে বা নিজের ভাষার ইংরেজীকরণ করে কথা বলেন। তারা বিদেশে পড়তে এবং চাকরি করতে চান। তাদের রয়েছে সক্রিয় যোগাযোগ, ব্যবসা এবং পেশাগত দক্ষতা।

৫। আগে, চাকরি পরিবর্তনের বিষয়টিকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হতো। এখন অধিকতর বেতন, সুযোগ সুবিধা এবং পদোন্নতি এই সবের খোঁজ এটি সাধারণ ব্যাপার। সাম্প্রতিক আর্থিক মন্দার পর এখন এই ঝোঁক কমেছে কিন্তু যারা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন তারা আরো ভালো সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত বসে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

৬। নয়া মধ্যবিত্তরা সাধারণভাবে উদারিকরণের পক্ষে। কিন্তু ধান্দার ধনতন্ত্র দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে এই ধারনা থেকে তাদের অনেকেই সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের সামনে ছিলেন।

৭। তাদের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক (বামপন্থীরাসহ) দের সম্পর্কে একধরণের অনীহা রয়েছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাজনীতির প্রতি তাদের এই বিরাগ মনোভাব কমেছিল কারণ তখন তারা মোদিকে 'সুশাসন, নতুন রাজনীতি ও বিকাশের একজন প্রতিনিধিরূপে' দেখেছিলেন।

দিল্লিতে তারা আম আদমি পার্টিকে সমর্থন করেছিলেন। এই দলের প্রভাব কিছুটা কমলেও যেই সামাজিক অংশ থেকে এই দলটি সমর্থন পেয়েছে সেই অংশ শক্তিশালী হয়েছে।

নয়া উদারনীতির সাংস্কৃতিক প্রভাব

ক্রমবর্ধমান অসাম্য ট্রিকল ডাউন তত্ত্ব (অর্থাৎ সর্বোচ্চ ধনীদের সম্পদের কিছুটা সুফল দরিদ্রতম মানুষও পায়) কে মিথ্যা প্রমাণ করছে। যাই হোক, এটা সত্য যে বর্ধিত ঋণ, মজুরি এবং জমি-বাড়ি ইত্যাদি ফাটকাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক অর্থ সঞ্চালন হচ্ছে। তা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে। নয়া উদারবাদি নীতিসমূহ এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক চেতনাকে প্রভাবিত করছে।

মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে এবং এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে অর্থের গুরুত্ব বাড়ছে। পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা,শরীরি ভাষা এবং খাদ্যাভ্যাস এই সবক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি, ডোমিনোজ, কাফে কফি ডে প্রভৃতির প্রসার এর প্রমাণ।

বাজারে নতুন কোন পণ্য আসামাত্র তার মালিক হওয়ার একটা ঝোঁক রয়েছে এবং এই মালিকানাকে দেখা হয় আধুনিক হওয়ার চিহ্ন হিসাবে এবং সামাজিক অবস্থানের প্রতীক হিসাবে।

স্মার্ট ফোনকে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। সরকার এই প্রবণতাকে উৎসাহ দিচ্ছে। এমনকি জনধন যোজনায় ৫০০০/- টাকা ওভারড্রাফট সুবিধা দিচ্ছে। ইন্টারনেটে বাণিজ্যিক লেনদেন দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে বাজারে তার অংশ ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দ্রুততর গতিতে তা বাড়বে। যেহেতু ই-কমার্স পর্যটন এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পোশাক পুস্তক এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্যে ঢুকছে তাই সরবরাহ চেইনগুলো পুনর্গঠিত হচ্ছে।

সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ

নয়া উদারবাদি সংস্কার শুরু হওয়ার সময় থেকে নির্মাণ শিল্পে উন্নতি শুরু হয়েছিল। দলিত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিরাট সংখ্যাই এই শিল্পে কাজ করার জন্য শহরমুখী হয়েছিল। সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল। তারফলে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। আবার দলিত ও উপজাতিদের মধ্যেও সংরক্ষণের ফল একই হয়।

বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ওবিসি ভুক্ত জনগণ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, দলিত ও উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব তুলনায় কম।

যেহেতু বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নেই তাই সেখানে দলিত ও উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব

আদৌ নেই বলা চলে। 'দি ইন্ডিয়া লেবার মার্কেট রিপোর্ট, ২০০৮' অনুযায়ী ' বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে দলিতদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়।

শহরবাসীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ হচ্ছে দলিত এবং দলিত জনগণের ২০ শতাংশ বাস করে শহরে, বেশির ভাগ বস্তিতে বাস করে। যারা মধ্যবিত্তশ্রেণীতে ঢুকেছে তারা তাদের সন্তানদের সমাজের উচ্চতর স্তরে নিতে পারছে। ইতোমধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদার হয়ে গেছেন।

সম্প্রতি কতিপয় দলিত বিলিওনীয়ার হয়ে গেছেন এবং তারা ঐতিহ্যগতভাবে যারা দলিত নেতা তাদের সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন এবং শিক্ষিত দলিতদের একটা অংশকে নয়া উদার অর্থনৈতিক নীতির সমর্থক হতে প্রভাবিত করছেন। দি কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII) অনুমোদিত দলিত ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (DICCI)-র প্রতিষ্ঠা এই প্রবণতার একটি দৃষ্টান্ত।

বেশি সংখ্যক দলিত এবং উপজাতি নির্দল প্রার্থী হিসাবে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এই ধরনের আসনে মাত্র ১ শতাংশ প্রার্থী দাঁড় করায়।

বর্তমানে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে যেমন 'অন্তর্ভুক্তিকর রাজনীতি' ও 'ইতিবাচক পদক্ষেপ'— এইগুলিও তপশিলীদের মধ্যে স্তর বিন্যাসের আরও প্রমাণ।

উপজাতি জনগণের মাত্র ২৪ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করেন। উপজাতি এলাকা ও তাদের স্থানান্তরে গমন এর উপর নয়া উদারবাদি নীতির প্রভাব কম।

ও বি সি ও মুসলমানদের অধিকাংশই স্বনিয়োজিত, ও বি সি দের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নতি ঘটিয়েছে। পাশাপাশি মুসলমান অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি এখনো পিছনে পড়া অবস্থায় আছে। জনগণনা অনুসারে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ। আসলে তাদের সংখ্যা আরও বেশি। তারা প্রায়ই তাদের 'সংরক্ষিত' ক্যাটাগরির চাকরি হারানোর ভয়ে পরিচয় গোপন করে। একটি বৃহৎ সংখ্যক গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বিশেষতঃ মহিলারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন সান্তনা পাওয়ার জন্য। বেকারদের যাজক হিসাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। বি জে পি এই প্রবণতাগুলির সুযোগ নিচ্ছে এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করায় উক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে।

শোষিত অংশের মানুষদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কাজ করেন তাদের একটা অংশ আলাদা সম্প্রদায়গত সংগঠনে যুক্ত হচ্ছেন, তারা সম্প্রদায়গত পরিচিতিকে শ্রেণীর

উপর স্থান দিচ্ছেন পাশাপাশি তাদের মধ্যে অনেকে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। যারা সম্প্রদায়গত পরিচয়কে প্রাধান্য (পরিচিতি সত্তা) দিচ্ছেন তাদের বিষয়গুলিকে আলোচনা না করে তাদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সংহত করা কঠিন হবে।

শহরাঞ্চলে জাত বৈষম্য

শহরাঞ্চলে গ্রামীণ এলাকার মতো অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একরকম নয়। কিন্তু বিভিন্নভাবে বৈষম্য বিদ্যমান। এটা দেখা যায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং দলিত ও নিম্ন বর্ণের লোকেদের প্রতি উচ্চ বর্ণের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। এমনকি যদি তারা একই আবাসনে বাস করেন তবু তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। জয়পুরের মত শহরে পুর নিগম পরিচালিত বর্ণভিত্তিক শ্মশান রয়েছে। তিরুচিরাপল্লিতে দলিত জনগণের বাসগৃহ এবং অন্যান্য বর্ণের মানুষের বাসগৃহের মধ্যে প্রাচীর রয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের আনুপাতিক হার হচ্ছে মাত্র ১১ শতাংশ (তামিলনাড়ুতে আরও কম)।

আমাদের দেখা প্রয়োজন কেন শহরাঞ্চলে বর্ণ এবং ধর্মের প্রভাব বেশি এবং অপরিবর্তিত থাকছে।

মহিলাদের দাবি দাওয়ার ক্ষেত্র বৃদ্ধি

জনজীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রয়েছে। মহিলারা বিরাট সংখ্যায় নিম্নোক্ত নতুন পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন— আই টি, আই টি এন্ড, ই এস , ফার্মা, বায়োটেক, ফিনান্স, ব্যাংকিং, মিডিয়া, রিটেইল, ট্যুরিজম, ফ্যাশন টেকনোলজি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি যেগুলো বর্তমানে সামনে উঠে এসেছে। শিক্ষকতা ও নার্সিং এ মহিলাদের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এখন তাদের সংখ্যা আরো বাড়ছে। জনজীবনে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা ও অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মস্থলে এবং জনগণের মধ্যে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুবতীরা স্বাধীনতা ও নিজেদের পছন্দের দাবি তুলছে এবং নাগরিক জীবনে সমান প্রবেশাধিকার চাইছে। নারীদের উপর সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়ছে। সত্য গোপনকারিরা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের দোষ নারীদের উপরই চাপাতে চেষ্টা করে। লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সমান অধিকারের দাবি জনসমর্থন পাচ্ছে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে।

পরিবার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উত্তেজনার প্রতিপালন ঘটছে। অনেকসময় এগুলো কাজ ও অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। পরিবারের মধ্যে মহিলাদের সমতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে এবং পারিবারিক বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের বেশি ভূমিকা থাকে। ৩০ শতাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়ি ঘরের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে মহিলাদের অবদান বেড়েছে। কিন্তু নতুন উত্তেজনার উৎসও সৃষ্টি হচ্ছে এটা সন্তানদের বড় করার প্রশ্নে অথবা বয়স্কদের প্রতি যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বা ঋণ/বিনিয়োগ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাছাড়াও উত্তেজনার উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে কাজের সময় বৃদ্ধি এবং তার অপ্রচলিত চরিত্র। মজুরির অনিশ্চয়তা, যাতায়াতের খারাপ অবস্থা, ধকল বৃদ্ধি, কম শারীরিক পরিশ্রম এবং বসে বসে কাজ করা এবং জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রে সময় কমে যাওয়া ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ

আজকের দিনে সরকারি নীতির ফলে সবকিছু দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। আনন্দ, বিনোদন এবং খেলার মাঠ, পার্ক, সুইমিং পুল সবকিছু টাকার বিনিময়ে হওয়ায় সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক স্থানসমূহ পাওয়ার সুযোগ কমে গেছে। সরকার মনে করে জনগণকে অবকাশ যাপনের সুযোগ দান করা ইহার দায়িত্ব কিন্তু এই সুবিধাগুলি বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চাপ, আর্থিক সমস্যা এবং বাজারের অনিশ্চয়তার ফলে বেশি ধকল নেওয়ার অভিজ্ঞতা হচ্ছে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকেদের। যদি মা-বাবা দুজনেই কাজ করেন তাহলে সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু চিকিৎসকেরা নয় বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যেমন — স্বামীজী ও বাবাজীরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ কিছুটা স্বস্তি দিলেও প্রায়শই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো বিশ্বাসের জায়গাটিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। বর্তমানে প্রগতিশীল সংস্কৃতি এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে একটি জীবন্ত এবং প্রকৃত জনগণের সংস্কৃতি প্রদান করা এবং উন্নত করা।

মতাদর্শগত প্রভাব

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাম মার্কসবাদ বিরোধী মতাদর্শ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করছে। আমাদের দেশেও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করা হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে বাম আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে প্রগতিশীল মতাদর্শের প্রচার সন্তোষজনক নয়।

নয়া উদারবাদি নীতি প্রথম গ্রহণ করার সময়ে যারা যুবক ছিলেন তারা এখন মধ্য বয়সী। তারা এই সব নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং আগে যে সমস্ত মতাদর্শ প্রচলিত ছিল তার দ্বারাও প্রভাবিত। তারা অনেক আন্দোলন দেখেছেন এবং এগুলি সম্পর্কে তাদের কোন বিশ্বাস নাও থাকতে পারে। যদিও তারা একই ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারেন কিন্তু তাদের আশা আকাঙ্খার পরিবর্তন ঘটেছে। তারাও তাদের অতিরিক্ত সময় নতুন সুযোগ কাজে লাগিয়ে আরও অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করতে আগ্রহী। তারা প্রচার মাধ্যম এবং পরিচিতি সত্তার রাজনীতির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। ব্যাঙ্ক, বিমা, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির যেখানে শক্তিশালী ইউনিয়ন রয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে অনেক বছর ধরে খুব বেশি নিয়োগ করা হচ্ছে না। নতুন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে (চুক্তিবদ্ধ/ অস্থায়ী কর্মী) অনেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ নেই। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং এই নতুন শ্রমজীবী অংশের মানুষদের মধ্যে একটা ফাঁক রয়েছে ফলে তাদের মধ্যে অরাজনীতিকিকরণও চলছে। যখন উদারবাদি সংস্কার শুরু হয় তখন যারা জন্মেছিলেন তারা এখন যুব বয়সী আগে আন্দোলন সংগ্রাম এবং রাজনীতি তাদের উপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই যুব সমাজ সহজেই খেলা ও চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভোগবাদী বিজ্ঞাপন, ভিডিও গেমসের সঙ্গে ধন সম্পদ লাভের সংস্কৃতি, বারবি ডল, বেন টেন, ছোটা ভিম ইত্যাদি তাদেরকে সৌন্দর্যবোধ, ম্যাক আপ, ফ্যাশন ইত্যাদি আকর্ষণ করে। মার্কিনী এবং পশ্চিমী মতাদর্শ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে এবং প্রভাবিত করে। পুঁজিবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারনার প্রভাব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সরকারি নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মধ্যে যোগসূত্রকে গোপন করা হচ্ছে এবং একটি আরেকটি থেকে আলাদা এমন দেখা হচ্ছে। তা থেকে এমন মোহ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে যাতে মনে হবে যদি একই ধরনের নীতি সুশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে বৃদ্ধি ও বিকাশ দুটোই ঘটবে। এই ধারনা সৃষ্টি করতে শাসকশ্রেণীগুলি সক্ষম হয়েছে। নয়া উদারবাদী নীতি সমস্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলিকে ধ্বংস করতে চায়। এটা করার জন্য শাসকশ্রেণী মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় বেড়িয়ে আসে এবং সম্পদশালী লোকেদের জোটকে যাতে ভোট দেয় সেই চেষ্টা করছে। ক্রমশই একটি পরিবর্তন ঘটছে। যুবকদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ কমছে এবং ১৫ বছর আগে ভোট দানের ক্ষেত্রে তাদের যে অনীহা ছিল তাও কমছে। তবে অসন্তোষ ও অশান্তির মানসিকতাও বিদ্যমান। তারা নয়া উদারবাদী ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার পূর্বেই তাদেরকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। শাসক দলগুলির নেতারা তাদের ছেলেমেয়েদের যুবনেতা হিসাবে তুলে ধরছে এবং এমন ধারণা দিতে চাইছে যে তারা নেতৃত্বের ধারার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তনে আগ্রহী। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি যুবকদের

আকর্ষণ করতে চাইছে। তারা যুবদের সমর্থন পেতে তাদের স্বপ্নগুলিকে ব্যবহার করছে। কিন্তু যুবজনেরা যদি একবার বুঝতে পারে যে তারা প্রতারিত হয়েছেন এবং উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্যও তাদের যে আশা তা পূরণ হবে না তখন তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন

বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের ছবি আঁকার বদলে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনীদের তুলে ধরা হচ্ছে। এরফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং মহিলাদের আকাঙ্খা এবং স্বপ্ন অনুরণিত হচ্ছে। সংবাদ এবং অর্থের বিনিময়ে বানানো সংবাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সীমারেখা থাকছে না।

চিন্তন প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব

যোগাযোগ ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং পারস্পরিক কাজের ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে যোগাযোগের নিষ্ক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। টেকসটিং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং পরিষ্কারভাবে কী করতে হবে তা প্রকাশ করে মানুষকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। পুরনো প্রজন্মের লোকেরা এই পরিবর্তন বুঝতে সক্ষম নয় এবং তারা মনে করেন প্রযুক্তি ব্যক্তি বিশেষকে জনবিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়।

ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া

নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার খুব বেশি। ব্রড ব্যান্ড যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ এবং সস্তায় স্মার্ট ফোনের সহজলভ্যতা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা বাড়াচ্ছে। 'ITU'এর মতে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা ২০১১ সালের মার্চ মাসে ২৬ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে ৮০ মিলিয়ন হয়ে গেছে। আরো ৪২৭ মিলিয়ন মোবাইল ফোন রয়েছে যদিও এগুলো ইন্টারনেট পরিষেবার গ্রাহক নাও হতে পারে। অবশ্য ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা চীন এবং পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া যুব প্রজন্মের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নির্ভর করে আপডেট থাকার জন্যে এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে। শহরের যুবকদের মধ্যে একটা বড় অংশ ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত। তাদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে এবং নতুন বন্ধু তৈরি করতে একটি যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে।

গেমিং বা খেলা

শিশু ও কিশোরদের মন হচ্ছে বিজ্ঞাপনের লক্ষ্যবস্তু এবং এর দ্বারা তাদের ওয়েবসাইট রেজিস্ট্রেশন করতে আকর্ষণ করা হয়। তাদের জন্য যেসব গেমস থাকে সেগুলি যেকোন মূল্যে জয় করার ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এবং পুরো লক্ষ্যবস্তুই হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে যুবদের মধ্যে যে নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক দেখা যায় তা এসবেরই পরিণতি। তারা পূর্বের মূল্যবোধ ও বিভিন্ন ঝোঁককে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এই গেইমিং শিল্প যে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে তা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ট্যাব, আইপ্যাডের অন্তর্গত একটি শিল্প হিসাবে গেমিং-র লক্ষ্য হচ্ছে যুবদের বিকাশমান মনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনা যাতে তা বাজারের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। এখন মোবাইল ফোনে ভিডিও গেমসও ঢুকেছে।

এক কেন্দ্রমুখিতা

এখন ২০০০ টাকায় স্মার্ট ফোন পাওয়া যাওয়ায় ইতোপূর্বে যে প্রক্রিয়াগুলি বলা হয়েছিল সেগুলি গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হবে— একটি মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে সমাজের সব অংশের শিশুরা কৈশোরে উপনীত হওয়ার সময়কালের মধ্যে বাজারের শক্তির চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ আকার ধারণ করবে।

অনলাইন/ইন্টারনেটভিত্তিক বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনগুলি এত ছোট স্তরে প্রদর্শিত হয় যে, যদি দুজন ব্যক্তি একই কানেকশন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং একই বিষয় দেখেন তাহলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখতে পারেন। বিজ্ঞাপন প্রচারকারী সংস্থাগুলি প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে কুকিসের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার করে এবং ব্যক্তির পছন্দমাফিক বিজ্ঞাপন প্রচার করে। গ্রাহক ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য ব্যবহার করে তিনি যাতে ক্রয় করেন তার জন্য তাকে প্রলুব্ধ করতে তা করা হয়।

চ্যারিটি এবং সেবামূলক কাজ

যুবদের মধ্যে সেবা, দান, জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। এটা ইতিবাচক অগ্রগতি কারণ তা এন জি ও-তে কাজ করার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করছে। এর উদাহরণ হলো আমেরিকায় আইস-বাকেট চ্যালেঞ্জ এবং ভারতে রাইশ-বাকেট চ্যালেঞ্জ এইগুলি হলো গরীবদের

জন্য খাদ্য এবং জনসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি। এই দুটোই বিষাক্ত হয়ে গেছে। দান ও সেবাকে উৎসাহিত করার সৃজনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। একইভাবে মরণোত্তর অঙ্গদান এবং দেহদান করার দারুণ আগ্রহকে আমাদের আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে।

উৎসব এবং বিভিন্ন 'দিবস'

চিরাচরিত ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও এখন পিতা, মাতা, জন্মদিন, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদির প্রতি উৎসর্গ করে বিভিন্ন 'দিবস' পালনের সংখ্যা বাড়ছে। এই দিবসগুলি 'উপহার' ক্রয় করার অনুষ্ঠান হওয়ায়, বাজার এই দিবসগুলি উদ্‌যাপনে উৎসাহ দিচ্ছে। শিশুরা উপহার আশা করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলারা এই দিবসগুলি বেড়ানো কিংবা ছোট (কিটি) পার্টিতে অংশগ্রহণে অতিবাহিত করেন। বি জে পি প্রথাগত উৎসবগুলিকে তাদের দলীয় প্রসার ঘটানোর কাজে ব্যবহার করে। হিন্দু সংস্কৃতির নামে তারা ভ্যালেন্টাইন দিবসের বিরোধিতা করে। কিন্তু বিরাট অংশের যুব সমাজের দিক থেকে তা নেতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

পরিচিতি সত্তার রাজনীতির প্রভাব

পরিচিতি সত্তার রাজনীতির প্রভাব শুধুমাত্র সামাজিকভাবে নির্যাতিত দলিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রভাব ও বি সি এবং মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে। একদা যখন আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি বুঝল যে ঐ সমস্ত অংশের মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের আওতায় আনা যাবে না, তখন তারা হিন্দুত্বের মধ্যেই সম্প্রদায়ের বিষয়টিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। আর এস এস ও হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি ইতিহাসকে বিকৃত করে শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত দলিতদের মধ্যে প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করে। একমাত্র সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলন বৃদ্ধি করেই পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতির প্রভাব কমানো সম্ভব।

বিচার বিভাগের ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে অনেক রায় দেওয়া হয়েছে যেগুলো চরিত্রের দিক থেকে শ্রমিক-শ্রেণী বিরোধী ও গণতন্ত্রের বিরোধী, এইরকম ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার মত রায়গুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু অংশ স্বাগত জানিয়েছে। বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের অধিকার, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল, দুর্নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে রায়গুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে আকর্ষণ করেছে।

দ্বন্দ্বসমূহ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের কাছে পৌঁছানোর জন্য সঠিক স্লোগান নিরূপণ করতে মধ্যবিত্ত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে দ্বন্দ্বগুলি আছে সেগুলি চিহ্নিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

জনগণের মধ্যে

বস্তিসমূহ - মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বিশেষ করে উচ্চতর অংশ)

মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করে বস্তিগুলি হচ্ছে অশান্তি, অপরিচ্ছন্ন, পরিবেশ সৌন্দর্যায়নে বাধা, চুরি, অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির কারণ। এইজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বতন্ত্র নগরায়ণের মডেলকে সমর্থন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে গরিবদের আর্থিক ছাড় (সাবসিডি) দেওয়ার বিষয়টির বিরোধিতা রয়েছে। তারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত বন্‌ধ ও হরতালের বিরোধী।

রাস্তার হকার - দোকানদার

স্থায়ী দোকানদাররা রাস্তার হকারদের মনে করে তাদের ব্যবসার প্রতিবন্ধক।

শিক্ষক কর্মচারী জনগণ

সরকারি বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষকগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রায়শই অনুপস্থিতি এবং অফিসে কর্মচারীদের কাছ থেকে জনগণ যখন ভাল সারা পায় না তখন জনগণ থেকে ঐ উভয় অংশ দূরে চলে যায়। স্থানীয় স্তরে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে জনগণের ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে

প্রশাসন যা রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্য মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসাজশ রাখে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব একটি গুরুতর বিষয় এবং এই দ্বন্দকে ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং গরিবদের সংগঠিত করতে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা যেতে পারে।

পৌর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়গুলি রাষ্ট্রের নজরে আনা এবং আলাদা করে পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়কে তুলে ধরা। ওয়ার্ড মেম্বার থেকে মন্ত্রী বাড়ি তৈরির অনুমতি থেকে উচ্চতর পর্যায়ের অনুমতি পর্যন্ত সর্বস্তরের রাজনৈতিক দুর্নীতি।

— কর বাবদ ব্যবহারিক চার্জের মাধ্যমে আর্থিক বোঝা।

— কোনো কিছুর অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে লাল ফিতের বাঁধা।

— বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, রাস্তা ইত্যাদির জন্য জমি অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তদের বাড়ি ঘর ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুপ্রবেশ।

— সোশ্যাল মিডিয়া, নলেজ কমনস'র উপর নিষেধাজ্ঞা বা বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার।

কর্পোরেটদের সঙ্গে

— শিল্প সম্পর্কিত ও রাসায়নিক দূষণ মেডিকেল ও জৈব বর্জ্য ইত্যাদি যেগুলি জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

— কর্মচারীদের কাজের অবস্থা, মজুরি, শ্রম আইন বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

— প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন এবং দুর্নীতি।

— পেটেন্ট ও কপি রাইটের বিরুদ্ধে (জ্ঞানের স্বাধীনতা)।

আমাদের অভিজ্ঞতা

আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং নির্ভয়া আন্দোলনে বিরাট সংখ্যক যুবজনদের অংশগ্রহণ দেখেছি। এই ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে পরিবর্তন ঘটছে। হায়দ্রাবাদে মুক্ত সফটওয়ার আন্দোলনে যে টিম কাজ করে তাদের উদ্যোগ তাদের সদস্যদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়েছে এবং সদস্যদের সাহায্য করেছে যাতে তারা শিক্ষিত উৎসাহী যুবজন (মেয়েরাসহ)দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

অনেক দেশে ভোগবাদ বিরোধী প্রচার কর্পোরেট বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ ও ডব্লিউ এস) প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বেনামি মেইল ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রচার শুরু করেছিল বিরোধীদের মধ্যে বেনামি, বামপন্থী, নৈরাজ্যবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার মানুষের একটি ছোট গ্রুপ। তারা ১ শতাংশ এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং আন্দোলন শুরু করেছিল এবং এই ইস্যুটিকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করেছিল। আরব বসন্তের আন্দোলনে মৌলিক ইস্যুর উপর জনগণের ক্ষোভ নিয়ে আলোড়ন তুলেছিল একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং তারপর ব্যাপক বহুমুখী প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। কিছু প্রাথমিক নেটওয়ার্ক যেগুলি সঙ্গী হিসাবে ছিল এবং কিছু নীচের তলার সংগঠন অনুঘটকের কাজ করেছে। লাতিন আমেরিকায়

গণআন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলন থেকে নতুন শক্তি উঠে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং নয়া উদারবাদ নীতি বিরোধী ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতাগুলোতে আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন

২০১০ সালের আর্থিক মন্দার পর যুবকদের মধ্যে কিছু প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। চাকরির সুযোগ হারানো ঘটনা নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়েছিল। তা থেকে আম আদমি পার্টি এবং মোদি রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে কেননা তারা সঠিক শ্লোগান তৈরি করতে পেরেছিল। মোদি যে প্রত্যাশা তৈরি করেছিল তা সর্বকালীন উচতায় পৌঁছেছিল এবং তার উন্নয়নের স্লোগানে দেখানো হয়েছিল শিল্পায়ন ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির ঘোড়া হিসাবে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি যুবজনদের বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে টানার এবং আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং নগরায়ণ এবং শিল্পায়ণের (ম্যানুফ্যাকচারিং) উপর গুরুত্ব আরোপ করা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই প্রয়োজন। যদি দেশের অর্থনীতি প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটাতে না পারে তাহলে প্রতিবাদ বিস্ফোরণের আকার নেবে। কর্মস্থলগুলিতে জমায়েত আশা করা যায় না। কারণ কর্মচারীরা মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষের কর্মপ্রণালী সফল।

নিরাপত্তাহীনতা এবং কাজ সম্পর্কিত ধকল বাড়ছে। উৎপাদনে লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারার ফলে ছাঁটাইয়ের ভয় এবং অকার্যকরী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। ধকল সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন যে এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হৃদরোগে আক্রান্ত। মনস্তাত্বিক এবং মানসিক রোগের চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণের ঘটনা বাড়ছে। এই অংশের অনেক যুবক কাজ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য চাপে আত্মহত্যা করছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অনেকেই অমিতব্যয়ী এবং তাদের ই এস আই দায়ভার অত্যন্ত উঁচু। তাদের উচ্চ আয়ের একটা বৃহদংশ কর্পোরেটেরা ঋণের সুদ হিসাবে, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ে নিচ্ছে। পূর্বে সমৃদ্ধির সময় গ্রামাঞ্চলের একটা নির্দিষ্ট অংশের কাছে সুযোগ সুবিধা নিয়ে এসেছিল। তার প্রতিফলন ঘটছে জমির উচ্চ হারে দাম বৃদ্ধির মধ্যে। কিন্তু এখন এই অংশের গ্রামাঞ্চলে অর্থ প্রেরণের ঘটনা কমেছে। বেকারদের কাজের সুযোগ কমে যাওয়া, কমকাজ, প্রবৃদ্ধি হ্রাস সঙ্গে যথেচ্ছ দুর্নীতি প্রায়ই যুক্ত হচ্ছে ধান্দার ধনতন্ত্রের সঙ্গে-এসবের ফলে যুবদের অনেকের মধ্যে নতুন ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে এবং নারীদের উপর হিংসার বিরুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এর প্রমাণ। যুবজনদের মধ্যে যারা নীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে ভাবনা এড়িয়ে যেতেন তারাই এখন এসবের প্রতি নজর দিচ্ছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সহজ নয় কিন্তু এখন এটা সম্ভব কারণ যারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাদের এখন অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত চাকরিতে এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। এখন তা হ্রাস পাচ্ছে। যারা চাকরিতে নিয়োজিত তারা ছাঁটাইয়ের ভয় করছেন। আর্থিক সংকট সঞ্চিত টাকা উবে যাওয়ার কারণ হতে পারে। গত ৫ বছরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লগ্নিকারিরা শেয়ার বাজারে ধ্বস নামার কারণে কোটি কোটি টাকা হারিয়েছেন। উদ্বেগের কারণে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন। এখন স্থিতিশীলতা অর্জন করার বিষয়টি অসম্ভব মনে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে আজ পরিবর্তনের ভিত্তি। কোন কোন ব্যক্তি ভাবতে শুরু করেছেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন হচ্ছে এর জবাব। অন্যদিকে অনেকে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছেন।

এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে গণআন্দোলন তীব্র করার অনুকূল বস্তুগত অবস্থা সৃষ্টি করতে বাধ্য। আমাদের কার্যকরভাবে হস্তক্ষেত্রের ক্ষমতা বাড়াতে হলে সঠিক স্লোগান ও কৌশল ঠিক করতে হবে এবং যুবদের কাছে একটি রাজনৈতিক বিকল্প উপস্থিত করতে হবে।

আমাদের হস্তক্ষেপ

আমাদের বাস্তবসম্মত দাবি প্রস্তুত করতে হবে যা জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তাদের মধ্যে কিছু অর্জন করার আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলো- শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, আবাসন, করারোপ, পুর সুযোগ সুবিধা, গণতান্ত্রিক অধিকার, নারীদের নিরাপত্তা, পরিবেশ ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ের উপর সঠিক সময়ে যথাযথ শ্লোগান তৈরি করতে হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

কর্মসংস্থান

সরকারি দপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শুন্যপদ, জমে যাওয়া পদ, বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়, সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া, বেসরকারি পরামর্শদানকারী সংস্থাসমূহের নিয়মকানুন, ভিসা সম্পর্কিত সমস্যা।

উন্নয়নের ইস্যু

রাস্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, পিছিয়েপড়া এলাকায় শিল্প, দলিত এবং উপজাতি এলাকায় উন্নয়ন।

— নগরোন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো

— জলসেচ ও বিদ্যুৎ

— সবার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ।

কাজের অবস্থা

শ্রম আইন রূপায়ণ, মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা, সালিসির পদ্ধতি, পরামর্শদান, ধকল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহ।

শিক্ষা

শিক্ষার অধিকার আইন রূপায়ণ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফি নিয়ন্ত্রণ, কোচিং সেন্টারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা।

স্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করা, প্যাথলজি ল্যাবরেটরির সহজ লভ্যতা এবং আর্থিক সামর্থ্য কর্পোরেট পরিচালিত হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করা, জরুরি পরিষেবা প্রদান।

আবাসন

সামর্থের মধ্যে আবাসনের দাম, রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রণ (২০১৩ সালে বিল এখনো পাশ হয়নি) আবাসনে সুদের হার স্থিতিশীলতা, সরকারি প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ, সরকারি প্রকল্পের অধীন আবাসনের গুণগতমান রক্ষা করা।

অনধিকার প্রবেশ

এই সময়ে মাফিয়া ও জমি ব্যবসায়ীরা (রিয়েলটর) সরকারি ক্ষেত্রে ও বেসরকারি সম্পত্তিতে সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। আক্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গরীব মানুষ হতাশ হয়ে মাফিয়া ও জমির কারবারিদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যায় এবং ঐ রাজনীতিকরা এই অংশের মানুষদের উপর অনৈতিক সমঝোতা চাপিয়ে দেয়।

এই রাজনীতিবিদরা জনগণের উপর তাদের কর্তৃত্ব বাড়াচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ সরকারি দলিলপত্রের সুযোগ নিচ্ছে এই সব লোকেরা। এগুলোকে দেখে মনে হতে পারে ব্যক্তিগত সমস্যা, কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবেই আইন প্রণয়ন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। সরকারি জায়গা দখল করা হলে সেগুলো সরকার ৯৯ বছরের লিজে প্রদান করতে পারে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক অফিসার ও জমি মাফিয়ারা গোপন যোগসাজস করে সরকারি জায়গা দখল করছে যেমন পার্ক, শহরাঞ্চলে সাধারণ জায়গা পুকুর, হ্রদ, নদীর পাড় এবং অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি। এই জবর দখলকারিরা বলপূর্বক নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী এবং গরীব জনগণকে উচ্ছেদ করে সরকারি জায়গা দখল করছে।

করারোপ

যুক্তিসংগতভাবে আয়কর নির্দ্ধারণ করা, 'কর' উচ্চসীমা বৃদ্ধি করা (১০ লক্ষ পর্যন্ত) কর্পোরেট কর আদায় করা, সম্পত্তি কর সম্পর্কিত বিষয়।

পুর পরিষেবা

পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী, পার্ক, পরিবহন, জলাশয় রক্ষা করা এবং পরিচালনা করা ইত্যাদি সুবিধা।

— ব্যবহারকারির চার্জ, শুল্ক

— খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, সুইমিং পুল, শিশু উদ্যান।

— অনলাইন সব রকম সার্টিফিকেট পাওয়ার সুবিধা।

—পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা (প্রতিদিন প্রতি পরিবারকে কুড়ি লিটার জল)।

নগর সম্পর্কিত বিষয়

— নগর পরিকল্পনা, মহানগর পরিকল্পনা, বস্তি উন্নয়ন, রাস্তার ফেরিওয়ালা

— যাতায়াত ব্যবস্থা, সরকারি পরিবহণ, কনসেশনযুক্ত পাস, পথচারীদের রাস্তা, সাইকেল চালকদের রাস্তা।

পরিবেশ ও দূষণ

— পরিবেশগতভাবে পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ নগরায়ণ।

— আবর্জনা সংগ্রহ করা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

— পুকুর এবং জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ করা।

— শিল্প, রাসায়নিক, মেডিকেল এবং জৈব বর্জ্য পুনঃ নবীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ।

— শহরাঞ্চলে সামাজিক বনায়ন এবং সবুজ এলাকা, জমির জল পুনর্ব্যবহারে কূপ নির্মাণ।

গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রিকরণ

— বিকেন্দ্রিকৃত, অংশগ্রহণমূলক এবং সুশাসন এবং নগরের স্থানীয় সংস্থাগুলির গণতান্ত্রিক কর্মপ্রণালীকে আলোচনার একটি বিষয় করতে হবে।

— সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতির জন্য নির্বাচনী সংস্কার।

— পুলিশি হেনস্থা

— যেখানে আমরা প্রশাসন চালাই সেখানে অংশগ্রহণমূলক বাজেট এবং তার রূপায়ণ

— মুক্ত জ্ঞানের সমাজ গঠনের জন্য বিনামূল্যে সফটওয়ার সুবিধা দেওয়া।

— ঔষধ শিল্প এবং জৈব প্রযুক্তির মত বিষয়গুলিতে জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

নিরাপত্তা

—নারীদের নিরাপত্তা, বিশেষ বাস পরিষেবা, কার্যকরী এলার্ম ব্যবস্থা।

— গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করা,

— আন্তঃসম্প্রদায় বিবাহকারিদের সুরক্ষা ও উৎসাহ প্রদান।

— সমাজবিরোধী এবং লুম্পেনদের হাত থেকে নিরাপত্তা।

দামবৃদ্ধি

— গণবণ্টন ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ, রেশন কার্ড

— খাদ্য এবং পানীয়ের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করা

অন্যান্য

— শেয়ার বাজার ইত্যাদি ওঠা-নামা

— প্রবীণ নাগরিকদের বিষয়গুলি হাতে নেওয়া

— এল জি বি টি (সমকামী) অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান

আন্দোলনের ধরণ

— যৌথ আন্দোলন পদ্ধতি যা টিম স্পিরিটকে বাড়িয়ে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ- আকস্মিক জমায়েত, অনড় জমায়েত, অনলাইন দরখাস্ত, সোশ্যাল মিডিয়া, বৃন্দ গান এবং নাচ, ছোট চলচ্চিত্র , তথ্য জানার অধিকার ও পি আই এল ব্যবহার করা এবং এই সম্পর্কে কাজ করা ও বিকল্প মিডিয়াকে উৎসাহ দেওয়া।

হস্তক্ষেপ

সেবামূলক কাজকর্ম, বেকার যুবকদের যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্বল্প শিক্ষিতদের কম্পিউটার শিক্ষা, গরীব শিশুদের শিক্ষা, উৎসব, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, শারীরিক ব্যায়াম, দৌড়, ওয়াকিং ক্লাব, ই- লিটারেসি প্রচার ইত্যাদি।

উৎসব

বর্তমানে উৎসবগুলি বিরাট জনজমায়েতের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। যদিও আমরা কুসংস্কার ছড়াইনা কিন্তু যেখানেই বিরাট সংখ্যক জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই আমাদের তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাদেরকে প্রভাবিত করা উচিত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন অংশের জন্য সাংস্কৃতিক উৎসব সংগঠিত করা, চিকিৎসা শিবির, খেলাধূলা, স্বেচ্ছাসেবা, দর্শনার্থীদের দুধ ও জল দেওয়া ইত্যাদি।

সেবামূলক কাজ

সর্বদা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময়ে আমাদের জনগণের পাশে দাঁড়ানো উচিত। মেডিকেল ক্যাম্প এবং আইনি সহায়তা কেন্দ্র সংগঠিত করতে এবং চালাতে আমাদের সাহায্য করা উচিত। স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের আইনি এবং প্যারামেডিকেল প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা মানুষকে সাহায্য করতে পারে যেমনটা ১৯৫০ এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময় করা হতো।

সমবায়

যেখানেই এবং যেকোন ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া গেলে সমবায় প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে। প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং গ্রুপ যদি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই ধরণের উ দ্যোগ নেয় তাহলে তাকে আমাদের উৎসাহ দিতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া

আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ক্ষেত্রে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে। শুধু পার্টি পেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করে কাজ করতে হবে। আমরা শুধু আমাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক আক্রমণকেই মোকাবিলা করব তা নয়, আমাদের মতাদর্শকে প্রচার করার জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। আমরা যেসব সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ তৈরি করব সেগুলিকে একশন গ্রুপে পরিবর্তিত করতে হবে।

পার্টির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে

১৯৯০ এর দশক থেকে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য পরিষেবা বেসরকারিকরণের মত নয়া উদারবাদী নীতির তীব্র বিরোধিতা করে আসছি। এখন এই নয়া উদারবাদী নীতি জনগণকে প্রভাবিত করছে। তারা গুণমানসম্পন্ন পরিষেবা পেতে চান কিন্তু তাদের আর্থিক অক্ষমতার জন্য তারা তা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। আমরা জনগণের আশা আকাঙ্খা এবং হতাশা যথেষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে সঠিক স্লোগান তোলার সুযোগ হাত ছাড়া করছি। পার্টির ভিতরে এবং আমাদের সমর্থকদের মধ্যে প্রবল অনুভূতি রয়েছে যে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপেক্ষা করছি। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের বড় ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা হস্তক্ষেপ করিনি বা অপর্যাপ্ত হস্তক্ষেপ করেছি।

— ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিকেল এবং অন্যান্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। যদিও ফ্রি সফটওয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আই টি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের একটি সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দিতে পারি নি। তত্ত্বগতভাবে আমরা সমাজের দরিদ্রতম অংশ ও ধনীদের সম্পদ বাড়লে লাভবান হবে (ট্রিকেল ডাউন) এই অর্থনীতির বিরোধী। কিন্তু এই অর্থনীতি বিস্তারের গুরুত্বকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের দাবিদাওয়ার মধ্যে জনগণের আশা আকাঙ্খা অনুরণিতনে হয়নি। আমরা দুর্নীতির তীব্র বিরোধিতা করি কিন্তু আমাদের অবস্থান হচ্ছে যে দুর্নীতি হল নয়া উদারবাদের সৃষ্টি। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। তাছাড়া 'ভারত দুর্নীতির বিরুদ্ধে' এই সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি। তা যুবকদের থেকে আমাদের দূরে সরিয়েছে। নির্ভয়া আন্দোলনের সময় গোটা অন্দোলন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে যদিও আমরা স্বাধীনভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি।

— আমরা সময়মত সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারিনি। যদিও এখন আমরা এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে ব্যাপকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার গতিবিধি বুঝতে পেরেছি। কমিউনিস্টদের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করা। নতুন প্রজন্মকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে 'সমাজতন্ত্র হচ্ছে ব্যর্থ ধারণা'।

নীতিগত অভিমুখ

তুলনামূলকভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র, বেকার এবং নিম্ন কাজে নিয়োজিত যুবক এবং তথ্য প্রযুক্তি কর্মীদের প্রতি আবেদন জাননো সহজ এবং তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন কেননা তারা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং তারা পণ্য সরবরাহ (লজিস্টিক) এবং সহায়তা কাঠামো নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। বেকারি, কাজের

নিম্ন হার, কলেজ এবং আবাসিক এলাকায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়ানো এই ইস্যুগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সংগঠনের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিকে শিক্ষিত উজ্জ্বল ও স্পন্দনশীল কর্মীদের কেন্দ্র হিসেবে দেখতে হবে যারা সময়ে শিল্পের শ্রমশক্তির অংশ হবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রহণ কর্মক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে পারি তাহলে ৪-৫ বছরের মধ্যেই ফল দেখতে পাব।

শহরাঞ্চল যেখানে বিরাট সংখ্যক যুবজনেরা থাকেন এবং যেখানটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলকে প্রভাবিত করার রাজনৈতিক ও আন্দোলনের কেন্দ্র সেখানে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করবে। পার্টি কেন্দ্রে শহরাঞ্চলের ইস্যুগুলির উপর একটি স্থায়ী স্টাডি টিম থাকা উচিত।

সাংগঠনিক রূপ ও পদ্ধতি

পেশাজীবী চিরাচরিত পদ্ধতিতে আকর্ষণ করা যাবে না তাদেরকে সংগঠনে যুক্ত করার জন্য বিশেষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে আমাদের বর্তমান গণ-সংগঠনগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তাই আমাদের নতুন সাংগঠনিক ফর্ম বের করতে হবে নতুন নতুন ক্ষেত্রের চাহিদা ও সমস্যা অনুযায়ী। নতুন সংগঠন এবং মঞ্চ তৈরি করতে হবে বা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের মুক্ত সফট্ওয়ার আন্দোলনকে উৎসাহ দিতে হবে। এটা হচ্ছে একটা মঞ্চ যা তথ্য প্রযুক্তি কর্মীদের সংগঠিত করতে পারে। তার জন্য আমাদের সঠিক কর্মী দিতে হবে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলির উপরেও নজর দিতে হবে। এই কাজের জন্য কর্মীদের উন্নত করা প্রয়োজন। আমরা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং কমরেডদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে 'পার্টটাইম কাজ' ব্যবহার করতে পারি।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের অংশ নিতে হবে। নাগরিক জীবনে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে এগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ফোরামে কাজ করতে হবে অথবা নাগরিক ফোরাম তৈরি করতে হবে। আবাসিক কল্যাণ সমিতিগুলিতে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী গরিবদের জমায়েত করতে আমাদের সংগঠন তৈরি করতে হবে। কনজিউমার ফোরাম, শিশু ইত্যাদি, পরিবেশ দূষণের উপর আমাদের ওয়ার্কশপ সংগঠিত করতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এবং খেলাধুলা সংগঠিত করতে হবে। মানুষের চেতনার স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত স্লোগান এবং আহ্বান দিতে হবে। বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের জঙ্গি এবং ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে এবং তা করার মধ্য দিয়ে পার্টির উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করতে সহায়তা হবে।

নতুন কাজের পদ্ধতির উপর কর্মীদের প্রশিক্ষণ

নয়া উদারবাদী শাসনের নতুন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে আমাদের কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে হবে। শহরাঞ্চল এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এর দুটি অভিমুখ থাকবে। একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে পার্টিকে প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যদিকে আমাদের বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

সর্বস্তরের নেতৃত্বকে সরাসরি অবশ্যই স্থানীয় আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। তা আমাদের কর্মীদের উৎসাহিত করবে। আমাদের কথা বলার ধরন, আমাদের ভাষা এবং আমাদের প্রচারের ভাষা পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি, মতাদর্শ প্রচারের জন্য যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে। স্মার্ট ফোন শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। আমাদের প্রতিনিয়ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে বামফ্রন্টের প্রভাব বৃদ্ধিতে চেষ্টা করতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব

শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলা, অন্যান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপ করা এবং নয়া উদারবাদের বিভিন্ন দিকের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন লড়াইয়ে নামছে তখন তাদের সমর্থন করা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব একদিকে কাজের জায়গাতে যেমন লড়াই করবে ঠিক তেমনি বাসস্থান এলাকাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে কাজ করবে এবং রাষ্ট্র ও বাজারের শক্তিগুলো যে শোষণ করছে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ

১) মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেসব প্রতিকূল অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলির মুখোমুখি সেগুলিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে লড়তে পারি এবং প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে সংগঠিত হতে পারি।

২) বিকল্প শ্লোগান এবং নতুন সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে নতুন আবেদনের মধ্য দিয়ে আমরা এই সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলির মধ্যে ঢুকতে পারি। আমাদের কাজকর্মে সাধারণ যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে গণসংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক কার্যক্রম হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কাজ করার পাশাপাশি আমাদের নতুন ধরনের সংগঠন যেমন বিভিন্ন ফোরাম গঠন করতে হবে।

৩) পার্টির রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিভিন্ন স্থানীয় ইস্যু যেগুলোর সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্ত সেই সম্পর্কে নীতি ঠিক করতে হবে।

৪) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় আন্দোলনে নীচ থেকে ওপরের নেতৃত্বকে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ইস্যুতে উচ্চ নেতৃত্বের লোকাল স্তরে অংশগ্রহণ খুব কার্যকরী হবে যেমনটা জাতীয় আন্দোলনে হয়েছিল।

৫) সব রাজ্যে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন শহরাঞ্চলিক ফ্রন্ট যা একটি ছত্র (umbrella) সংগঠন তার কাজ শুরু করতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য থেকে সমন্বয় সাধনকারী পার্টি কমিটিগুলি দ্রুত গঠন করতে হবে।

৬) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংগঠনসমূহ এবং পার্টি কর্মীদের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আমাদের বর্তমান সংগঠনগুলিকে যেসমস্ত অংশের মধ্যে তারা কাজ করেন তাদের কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে হবে এবং তাদের প্রভাব প্রমাণ করতে হবে।

যেমন— আমাদের শিক্ষকগণ ছাত্রদের গাইড দিচ্ছেন এবং তথ্য সমৃদ্ধ করছেন।

৭) বিভিন্ন স্তরে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কাজ করার জন্য নতুন ফ্রন্ট গঠন করতে হবে এবং যথাযথ কর্মী দিতে হবে।

৮) আমাদের পার্টি এবং গণসংগঠনের মুখপত্র, সংবাদ মাধ্যম এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আমাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হবে।

৯) স্টাডি সার্কেল এবং অন্যান্য উপায়ে বর্তমান বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত পার্টি কর্মীদের তৈরি করতে হবে।

১০) নিয়মিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাহিত্য রচনা করতে হবে। এটা করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরের প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

১১) বিভিন্ন মঞ্চ থেকে আগতদের নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক গ্রুপ শক্তিশালী করতে হবে। যেগুলো জমায়েত করার ক্ষেত্রে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

১২) শিল্পী, অঙ্কনশিল্পী, থিয়েটার, ড্রাম, ব্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে গঠিত আধুনিক সাংস্কৃতিক ফোরামগুলিকে সুযোগ সুবিধা এবং উৎসাহ দিতে হবে।

১৩) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যুব কর্মীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং যোগাযোগ দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।